فُتُوحُ الْبُلْدَانِ

(اَحْمَدُ بْنُ يَحْيٰى بِالْبَلَاذُرِيُّ)

اَمْرُ الْخَاتَمِ

সীলমোহরের ঘটনা

বালাজুরী

البلاذرى

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ:اَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، قَالَ:سَمِعْتُ

اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : لَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّكْتُبَ

اِلٰى مَالِكِ الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ :اِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُوْنَ الْكِتَابَ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَخْتُوْمًا۔قَالَ:

فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ ۔فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهٖ فِىْ يَدِهٖ ۔وَنُقِشَ عَلَيْهِ:

"مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ"☆

শব্দার্থ ঃ- حَدَّثَنَا আমাদের প্রতি হাদীস বর্ণনা করেছেন, اَنْبَأَنَا আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, سَمِعْتُ আমি শুনেছি, يَقُوْلُ তিনি বলেছেন, لَمَّا اَرَادَ যখন মনস্থ করলেন, اَنْ يَّكْتُبَ যে তিনি পত্র লিখবেন, مَالِكِ الرُّوْمِ রোম সম্রাট, قِيْلَ لَهُ তাকে বলা হল, اِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُوْنَ নিশ্চয়ই তারা পাঠ করে না, مَخْتُوْمًا সীলমোহর কৃত, فَاتَّخَذَ সুতরাং তিনি তৈরি করলেন, خَاتَمًا একটি সীল, مِّنْ فِضَّةٍ রূপো নির্মিত, نُقِشَ عَلَيْهِ তাতে খোদাইকৃত ছিল, كَاَنِّيْ اَنْظُرُ যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বার্তা বাহক।

অনুবাদঃ- হজরত আফ্ফান বিন মুসলিম আমাদের কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- আমাদের কাছে হজরত শো'বা বলেছেন, তিনি বলেছেন হজরত ক্বাতাদাহ আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে বলেন যে, আমি হজরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) এর নিকট হতে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম (সঃ) যখন রোম সম্রাটের (হিরা ক্লিয়াস) নিকটে পত্র লিখতে মনস্থ করলেন, তখন তাঁকে বলা হল- তারা অবশ্যই সীলমোহর হীন পত্র পাঠ করে না। তিনি বলেন-. অত ঃ পর (নবী সঃ) রৌপ্য নির্মিত একটি সীলমোহর তৈরি করলেন। সুতরাং আমি (এখনও) যেন তার হাতের শুভ্রতাকে দেখতে পাচ্ছি। যাতে 'মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বার্তাবাহক' কথাটি খোদাই করা ছিল।

حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدِ الزَّهْرِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ :اَنْبَأَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّخَذَ خَاتِمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ بَاطِنِ كَفِّهِ۔حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانُ الْحَيَّانِيُّ،

قَالَ:حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ وَفَصُّهُ مِنْهُ۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَقٍ وَّكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا☆

শব্দার্থ ঃ- فَصُّه তার আংটির পাথরটি/চাকতি, بَاطِنِ كَفِّهِ হাতের তালুর ভিতরের দিক, كُلُّهُ তার সমগ্র অংশটি, حَبَشِيًّا আবীসিনীয়/ইথিওপীয়।

অনুবাদঃ- আবু রাবী সুলাইমান বিন দাউদ আয্যাহরী আমাদের নিকটে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন হাম্মাদ বিন যায়েদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, এবনে ওমার হতে হজরত আইয়ুব আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী করীম (সঃ) একটি রৌপ্য নির্মিত সীলমোহর তৈরি করেছিলেন, যার (পাথরটি) চাকতিটি হাতের তালুর ভিতরের দিকে ছিল। (তিনি বলেন) মোহাম্মাদ বিন হাইয়ান আল হাইয়ানী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের নিকটে হজরত যোহাইর হজরত হুমাইদ হতে, তিনি আনাস বিন মালেক হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আংটিটি এবং তার চাকতিটি পুরোপুরি ভাবে রৌপ্য নির্মিত ছিল। হজরত আমর আন নাকেদ আমাদের কাছে বর্ণনা করে বলেছেন যে, হজরত ইয়াযীদ বিন হারুন, যিনি হুমাইদ হতে, তিনি হাসান হতে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আংটিটি রৌপ্যের পাত দ্বারা নির্মিত ছিল, তার চাকতিটি ছিল আবি সিনীয় বা ইথিওপীয়।

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ

صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ صَنَعْتُ خَاتَمًا فَلَا يَنْقُشُ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِهِ۔ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، قَالَا :اِتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ عَلَيْهِ: "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ"۔ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَخْتِمُ بِهِ ، ثُمَّ عُمَرُ،ثُمَّ عُثْمَانُ ۔وَكَانَ فِيْ يَدِهِ ، فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ ، فَنُزِفَتْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ۔وَذٰلِكَ فِي النِّصْفِ مِنْ خِلَافَتِهِ۔فَاتَّخَذَ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ :"مُحَمَّدٌ رَّسُوْلِ اللّٰهِ" فِيْ ثَلَاثَةِ اَسْطُرٍ☆

শব্দার্থ ঃ- وَرَقٍ পাত, قَدْ صَنَعْتُ প্রস্তুত করেছি, لَايَنْقُشُ اَحَدٌ কেউ যেন নকশা না করে, عَلٰى نَقْشِهِ তার নকশার মত, يَخْتِمُ بِهِ তার দ্বারা ছাপ মারতেন, فَسَقَطَ অতঃপর পড়ে গেল, فِي الْبِئْرِ কূঁয়ার মধ্যে, فَنُزِفَتْ শুকিয়ে ফেলা হল, فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ তা উদ্ধার হলো না, فِي النِّصْفِ মধ্যবর্তী কালে, مِنْ خِلَافَتِه তার খেলাফতের, فِيْ ثَلَاثَةِ اَسْطُرٍ তিন ছত্রে।

অনুবাদঃ- হুদবা ইবনে খালীদ আমাদেরকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমাদেরকে হাম্মাম বিন ইয়াহ্ইয়া আব্দুল আযীয বিন সুহাইব হতে, তিনি আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যে নবী (সঃ) বলেছেন, "আমি একটি আংটি প্রস্তুত করেছি। সুতরাং ঐ খোদিত রেখা মতো কেউ গড়তে পারবে না।" আমাদেরকে বাকর ইবনে

হাইসাম বর্ণনায় বলেছেন যে, আব্দুর রাজ্জাক, মা'মার হতে, তিনি জাহরী এবং কাতাদাহ হতে আমাদেরকে বলেছেন যে, এনারা উভয়েই বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) রূপার একটি আংটি প্রস্তুত করলেন এবং তার উপরে খোদাই করলেন "মোহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ" (মোহাম্মদ আল্লাহর বার্তা বাহক), অতঃপর আবুবকর (রাঃ) তার সাহায্যে সীল লাগাতেন। অতঃপর ওমর (রাঃ), তারপর উসমান (রাঃ) এবং সেটি তার হাতেই ছিল। অতঃপর তার হাত থেকে তার কুঁয়োর মধ্যে পড়েগেল। সুতরাং কুঁয়োর পানি নিষ্কাশন করা হল, তথাপিও তা আয়ত্বাধীন হল না। এই ঘটনাটি তাঁর খেলাফতের মধ্যবর্তী কালে ঘটেছিল। অতঃপর আর একটি আংটি প্রস্তুত করলেন এবং তার উপরে তিন ছত্রে অঙ্কিত করলেন "মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ : اِنْتَقَشَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ عَلٰى خَاتَمِ الْخِلَافَةِ ـ فَاَصَابَ مَالًا مِنْ خِرَاجِ الْكُوْفَةِ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ ـ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرَ ، فَكَتَبَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : اَنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ اِنْتَقَشَ عَلٰى خَاتَمِ الْخِلَافَةِ ، فَاَصَابَ مَالًا مِنْ خِرَاجِ الْكُوْفَةِ ، فَاِذَا اَتَاكَ كِتَابِىْ هٰذَا فَنَفِّذْ فِيْهِ اَمْرِىْ وَاَطِعْ رَسُوْلِىْ ـ فَلَمَّا صَلَّى الْمُغِيْرَةُ الْعَصْرَ وَاَخَذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمْ ، خَرَجَ وَمَعَهُ رَسُوْلُ عُمَرَ ـ فَاشْرَأَبَّ النَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مَعْنٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُوْلِ: اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَرَنِىْ اَنْ اُطِيْعَ اَمْرَكَ فِيْهِ ، فَمُرْنِىْ بِمَا شِئْتَ ـ فَقَالَ الرَّسُوْلُ : اُدْعُ لِىْ بِجَامِعَةٍ اُعَلِّقُهَا فِىْ عُنُقِهِ ـ فَاَتٰى بِجَامِعَةٍ فَجَعَلَهَا فِىْ عُنُقِهِ وَجَبَذَهَا جَبْذًا شَدِيْدًا ثُمَّ قَالَ لِلْمُغِيْرَةِ : اِحْبِسْهُ حَتّٰى يَأْتِيَكَ فِيْهِ اَمْرُ اَمِيْرِ

الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَفُعِلَ -

শব্দার্থ :- اِنْتَقَشَ নকশা তৈরি করেছিল, عَلٰى خَاتَمِ الْخِلَافَةِ খেলাফতের সীলমোহরের অনুরূপ, اَصَابَ সে লাভ করে ছিল/অর্জন করেছিল, خَرَاجٍ ভূমিকর, عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ ওমরের রাজত্বকালে, بَلَغَ ذٰلِكَ পৌঁছেগেল সেটি, كَتَبَ তিনি পত্র লিখলেন, يُقَالُ لَهُ যাকে বলা হয়, فَاِذَا اَتَاكَ যখন তোমার নিকটে আসবে, كِتَابِيْ هٰذَا আমার এই পত্র, فَنَفِّذْ তুমি কার্যকর করবে, اَمْرِيْ আমার নির্দেশ, اَخَذَ النَّاسُ লোকেরা গ্রহণ করল, مَجَالِسَهُمْ তাদের আসন, خَرَجَ তিনি বার হলেন, اِشْرَأَبَّ মাথা উঁচু করল তার দিকে, يَنْظُرُوْنَ দেখছিল, حَتّٰى وَقَفَ তিনি থামলেন, اَمَرَنِيْ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, اَنْ اُطِيْعَ যে আমি মান্য করি, فَمُرْنِيْ সুতরাং তুমি নির্দেশ প্রদান কর, بِمَا شِئْتَ যা ইচ্ছা তুমি চাও, اُدْعُ لِيْ আমাকে দাও, جَامِعَةٍ একটি দড়ি, اُعَلِّقْهُ আমি তাকে লটকিয়ে দেব, فِيْ عُنُقِهِ তার গলায়, جَلَدَهَا সেটিকে করে ছিলেন, جَلْدًا شَدِيْدًا প্রচণ্ড ভাবে।

অনুবাদঃ- হাম্মাদ আমাদেরকে বর্ণনায় বলেছেন যে, আস্‌ওয়াদ বিন শায়বান আমাদেরকে বর্ণনায় বলেছেন যে, আমাদেরকে খালিদ বিন সুমাইর সংবাদ স্বরূপ বলেছেন যে, মা'আন বিন যায়েদা নামীয় একজন ব্যক্তি খেলাফতের নকলে একটি সীলমোহর তৈরি করল, অতঃপর হজরত ওমরের শাসনামলে কুফার ভূ-রাজস্ব হতে কিছু অর্থ অর্জন করল। তারপর এই সংবাদটি হজরত ওমরের নিকট পৌঁছল। সুতরাং

তিনি মুগীরা বিন শো'বার নিকট পত্র লিখলেন যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, মা'আন নামীয় একজন ব্যক্তি খেলাফতের আংটির এক নকল গড়েছে এবং কুফার ভূ-রাজস্বের কিছু অর্থ সে হস্তগত করেছে। সুতরাং তোমার নিকট যখন আমার এই পত্রটি পৌঁছবে, তখন তার উপরে আমার নির্দেশ কার্যকর করবে এবং আমার দূতের অনুগত থাকবে। অতঃপর মুগীরা যখন আসরের নামাজ সম্পন্ন করল এবং লোকেরা আপন জায়গায় অবস্থান করছিলেন, তিনি ওমরের দূতকে সঙ্গে নিয়ে বার হলেন। সুতরাং লোকেরা মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। অতঃপর মা'আনের সন্নিকটে থেকে গেলেন। তারপরে তিনি দূতকে বললেন যে, আমীরুল মোমেনীন আমাকে এই ব্যক্তির বিষয়ে তোমার নির্দেশের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। অতএব তুমি যা চাও, আমাকে নির্দেশ কর। অতঃপর দূতটি বলল আমার জন্যে একটি ফাঁস দড়ি জোগাড় করে দাও, যা আমি তার গলায় ঝোলাব। অতঃপর তিনি একটি দড়ি আনলেন, তারপরে তিনি তা ধরে গলায় পরিয়ে দিয়ে খুব জোরে টান মারলেন। তারপরে মুগীরাকে বললেন তুমি একে আবদ্ধ রাখ যতক্ষণ না এর সম্পর্কে আমীরুল মোমেনীনের নির্দেশ আসে। সুতরাং তেমনই করা হল।

وَكَانَ السِّجْنُ يَوْمَئِذٍ مِنْ قَصَبٍ ـ فَتَمَحَّلَ مَعْنٌ لِلْخُرُوْجِ وَبَعَثَ اِلٰى اَهْلِهِ اَنْ اَبْعِثُوْا اِلَىَّ بِنَاقَتِىْ وَجَارِيَتِىْ وَعَبَاءَتِىْ الْقَطْوَانِيَّةَ ، فَفَعَلُوْا ـ فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَرْدَفَ جَارِيَتَهُ ، فَسَارَ حَتّٰى اِذَا رَهِبَ اَنْ يُفْصِحَهُ الصُّبْحُ اَنَاخَ نَاقَتَهُ وَعَقَلَهَا ، ثُمَّ كَمَنَ حَتّٰى كَفَّ عَنْهُ الطَّلَبُ ـ فَلَمَّا اَمْسٰى اَعَادَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْعَبَاءَةَ وَشَدَّ عَلَيْهَا وَاَرْدَفَ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ سَارَ ، حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ وَهُوَ مُوْقِظُ الْمُتَهَجِّدِيْنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَعَهُ دُرَّتُهُ ـ

শব্দার্থ ঃ- السِّجْن কারাগার, يَوْمَئِذٍ সেই সময়ে, قَصَبٍ বাঁশ/নলখাগড়া, تَمَحَّلَ ফন্দী আটতে লাগল, لِلْخُرُوْجِ বার হওয়ার জন্য, بَعَثَ সংবাদ পাঠাল, اَهْلِهِ তার পরিবারের নিকটে, اَنْ اَبْعِثُوْا যেন তারা প্রেরণ করে, نَاقَتِىْ আমার উষ্ট্রী, جَارِيَتِىْ আমার পরিচারিকা, عَبَاءَةٌ একপ্রকার ঢিলা জামা/পিরহান, اَلْقَطْوَانِيَّةَ সুতি, فَفَعَلُوْا সুতরাং তার তদ্রূপ করল, فَخَرَجَ অতঃপর সে বার হয়ে পড়ল, اَرْدَفَ পিছনে আরোহণ করাল, سَارَ ভ্রমণ করল, اِذَا رَهِبَ যখন সে ভীত হত, يُفْصِحَهُ الصُّبْحُ তার সামনে প্রভাত প্রকাশ পাবে, اَنَاخَ সে বসিয়ে দিত, عَقَلَهَا তাকে বেঁধে রাখত, ثُمَّ كَمَنَ তার পর সে লুকিয়ে থাকত, حَتّٰى كَفَّ عَنْهُ তার সম্পর্কে নিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত, الطَّلَبُ অনুসন্ধান, فَلَمَّا اَمْسٰى যখন সন্ধ্যা আচ্ছন্ন হত, اَعَادَ الْعَبَاءَةَ পুণরায় পিরহাণ পরত, شَدَّ ভ্রমণ করত, قَدِمَ সে পৌছাল, مُوْقِظُ জাগ্রতকারী, مُتَهَجِّدِيْنَ তাহাজ্জুদের নামাজিরা, دُرَّتُهُ তার চাবুক।

অনুবাদঃ- এবং সেই যুগে জেলখানা বাঁশের তৈরি ছিল। অতঃপর মা'আন বার হওয়ার একটি উপায় পেল এবং তার পরিবারের নিকট খবর পাঠাল যে, তোমরা আমার নিকটে আমার উষ্ট্রী, দাসী এবং সুতের আলখেল্লাটি পাঠিয়ে দাও। সুতরাং তারা তা করল। অতঃপর সে রাত্রে বেরিয়ে পড়ল এবং তার দাসীকে পশ্চাৎ আরোহণ করাল। অতঃপর সে চলতে থাকতো, তারপত সে যখন তার সামনে প্রভাত প্রকাশের আশঙ্কা করত, নিজ উষ্ট্রীকে উপবেশন করিয়ে তাকে বাঁধত। অতঃপর সে আত্ম গোপন করত, ফলে তার অন্বেষণ থেমে যেত। সুতরাং যখন সন্ধ্যা এসে পড়ত, পুণরায় সে আলখেল্লা পরত ও ভ্রমণ করত ও তার দাসীকে পশ্চাৎ আরোহণ করাত, অতঃপর সে চলতে থাকল, অবশেষে সে ওমরের নিকট পৌছাল। যে সময় তিনি সকালের নামাজের

তাহাজ্জুদ অবলম্বীদেরকে জাগ্রত করছিলেন, যে সময় তার সঙ্গে তার চাবুক ছিল।

فَجَعَلَ نَاقَتَهُ وَجَارِيَتَهُ نَاحِيَةً ، ثُمَّ دَنَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ! فَقَالَ: وَعَلَيْكَ مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ: مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ ، جِئْتُكَ تَائِبًا - قَالَ ؛ اُبْتَ ، فَلَا يُحَيِّكَ اللّٰهُ - فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ ، قَالَ لِلنَّاسِ : مَكَانَكُمْ - فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : هٰذَا مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ ، اِنْتَقَشَ عَلٰى خَاتَمِ الْخِلَافَةِ، فَأَصَابَ فِيْهِ مَالًا مِّنْ خِرَاجِ الْكُوْفَةِ، فَمَا تَقُوْلُوْنَ فِيْهِ؟ فَقَالَ قَائِلٌ: اِقْطَعْ يَدَهُ، وَقَالَ قَائِلٌ : اِصْلِبْهُ، وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُوْلُ اَبَا الْحَسَنِ ؟ قَالَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! رَجُلٌ كَذَبَ كِذْبَةً عُقُوْبَتُهُ فِيْ بَشَرِهِ - فَضَرَبَهُ عُمَرُ ضَرْبًا شَدِيْدًا - أَوْ قَالَ مُبَرِّحًا - وَحَبَسَهُ فَكَانَ فِي الْحَبْسِ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَنَّهُ اَرْسَلَ اِلٰى صَدِيْقٍ لَّهُ مِنْ قُرَيْشٍ : اَنْ كَلِّمْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَخْلِيَةِ سَبِيْلِيْ -

শব্দার্থ ঃ- نَاحِيَةً প্রান্ত/দিক, دَنَا নিকটবর্তী হল, جِئْتُكَ আমি আপনার কাছে এসেছি, تَائِبًا অনুতপ্ত অবস্থায়, اُبْتَ তুমি রাতে এসেছ, لَا يُحَيِّكَ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাকে যেন বাঁচিয়ে না রাখেন, فَلَمَّا طَلَعَتِ যখন উদয় হলো, اِنْتَقَشَ নকশা করেছে, أَصَابَ সে অর্জন করেছে, خَرَاجُ الْكُوْفَةِ কুফার রাজস্ব, فَمَا تَقُوْلُوْنَ فِيْهِ উক্ত বিষয়ে তোমরা কি বলছ? قَائِلٌ এক মন্তব্য কারী, اِقْطَعْ কর্তন করুণ, اِصْلِبْهُ

তাকে শূলে চড়ানো হোক, سَاكِتٌ মৌন, كَذَبَ كِذْبَةً সে প্রতারণা করেছে, عُقُوبَتُهُ তার পরিণাম (শাস্তি), فِي بَشَرِهِ তার চামড়ায়, ضَـــرَبَـــهُ তাকে প্রহার করলেন, ضَرْبًا شَدِيدًا প্রচণ্ড আঘাত, مُبَرِّحًا শাস্তি দেওয়া অবস্থায়, مَاشَاءَ اللهُ যা আল্লাহ চেয়েছিলেন, أَرْسَلَ পত্র পাঠাল, أَنْ كَلِّمْ যে তুমি কথা বল, فِي تَخْلِيَةِ মুক্তির বিষয়ে سَبِيلِي আমার রাস্তা।

অনুবাদঃ- অতঃপর সে তার উষ্ট্রী এবং দাসীকে এক প্রান্তে রাখল। তারপরে ওমরের নিকটবর্তী হয়ে বলল- হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ আপনার প্রতি শান্তি, করুণা ও মঙ্গলাদি বর্ষণ করুন। অতঃপর ওমর বললেন- তোমরা উপরেও তদ্রূপ। তুমি কে? সে বলল- মা'আন বিন জায়েদা, আমি আপনার কাছে অনুতপ্ত হয়ে এসেছি। ওমর বললেন, তুমি রাত্রে আগমন করেছো। আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে না রাখুক। অতঃপর যখন তিনি প্রভাতের নামাজ সম্পন্ন করলেন, লোকেদেরকে বললেন- আপন আপন স্থানে অবস্থান করো, তারপরে সূর্য উদিত হলে বললেন- এই হচ্ছে মা'আন বিন জায়েদা, যে খেলাফতের আংটি জাল করে কুফার রাজস্বের কিয়দাংশ হস্তাগত করেছে। সুতরাং তোমরা এর সম্পর্কে কী বলছ? অতঃপর এক প্রবক্তা বলল তার হাত কেটে দিন আর একজন প্রবক্তা বলল- তাকে শূলে আরোহণ করান, এবং আলী (রাঃ) নীরব ছিলেন। অতঃপর তাকে ওমর (রাঃ) বললেন- হে আবুল হাসান তোমার কী অভিমত? তিনি বললেন- একজন ব্যক্তি যে একটি মিথ্যা আচরণ করল, যার শাস্তি হবে তার চর্মের উপরে। তারপরে ওমরে (রাঃ) তাকে খুব প্রহার করলেন। অথবা শাস্তি দিতে দিতে বললেন- এবং তাকে আবদ্ধ রাখলেন। সুতরাং জেল খানাতে আল্লাহর পছন্দের সময় যাবৎ অবস্থান করল। অতঃপর সে তার এক কোরাইশী বন্ধুর নিকট বার্তা পাঠালো যে, আপনি আমীরুল মোমেনীনের সঙ্গে আমার রাস্তা মুক্ত করার বিষয়ে কথা বলুন।

فَكَلَّمَ الْقُرَشِيُّ ، فَقَالَ : يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ قَدْ أَصَبْتَهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ

بِمَا كَانَ لَهُ اَهْلاً، فَاِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُخَلِّيَ سَبِيْلَهُ - فَقَالَ عُمَرُ: ذَكَّرْتَنِيْ الطَّعْنَ وَكُنْتُ نَاسِيًا ، عَلَيَّ بِمَعْنٍ - فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ اَمَرَ بِهِ اِلَى السِّجْنِ - فَبَعَثَ مَعْنٌ اِلَى كُلِّ صَدِيْقٍ لَّهُ : لَا تُذَكِّرُوْنِيْ لِاَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ - فَلَبِثَ مَحْبُوْسًا مَاشَاءَ اللّٰهُ - ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ انْتَبَهَ لَهُ ، فَقَالَ : مَعْنٌ - فَاُتِيَ بِهِ فَقَاسَمَهُ وَخَلّٰى سَبِيْلَهُ ☆

শব্দার্থ ঃ- فَكَلَّمَ الْقُرَشِيُّ সুতরাং কোরায়েশ বংশীয় বন্ধুটি কথা বলল, قَدْ اَصَبْتَهُ আপনি সঠিক কাজ করেছেন, بِمَا كَانَ لَهُ اَهْلاً তার জন্য যা যোগ্য ছিল, فَاِنْ رَأَيْتَ যদি আপনি মত পোষণ করেন, ذَكَّرْتَنِيْ তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে, طَعْنَ আঘাত করা, كُنْتُ نَاسِيًا আমি বিস্মৃত ছিলাম, لَا تُذَكِّرُوْنِيْ তোমরা আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও না, لَبِثَ مَحْبُوْسًا বন্দী অবস্থায় অবস্থান করল, اِنْتَبَهَ لَهُ তার প্রতি সজাগ হলেন, فَاُتِيَ بِهِ তাকে আনা হত, فَقَاسَمَهُ তাকে শপথ করালেন, خَلّٰى سَبِيْلَهُ তাকে মুক্ত করে দিলেন।

অনুবাদঃ- অতঃপর কোরাইশী ব্যক্তি কথা বলল, সুতরাং তিনি বললেন যে, হে আমীরুল মোমেনীন মা'আন বিন জায়েদা যে শাস্তির উপযুক্ত, আপনি তা তাকে প্রদান করেছেন। সুতরাং যদি আপনি তাকে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়ে ভাবতেন! তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি আমাকে তার আঘাত করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলে! অথচ আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কাছে মা'আন কে নিয়ে এসো অতঃপর তিনি তাকে প্রহার করলেন, তারপর তাকে জেলখানার জন্য আবার নির্দেশ দিলেন। এরপরে মা'আন তার প্রত্যেক বন্ধুর কাছে সংবাদ পাঠালো যে, তোমরা যেন আমার কথা আমীরুল মোমেনীনকে স্মরণ করিয়ে দেবে না। সুতরাং সে আবদ্ধ থাকল আল্লাহ যতদিন চাইলেন।

অতঃপর হজরত ওমর (রাঃ) তার প্রতি সজাগ হলেন, এবং বললেন- মা'আন! অতঃপর তাকে আনা হল। তারপর তাকে শপথ প্রদান করে তার রাস্তা মুক্ত করে দিলেন।

حَدَّثَنِى الْمُفَضَّلُ الْيَشْكُرِىُّ وَ اَبُوالْحَسَنِ الْمَدَائِنِىُّ عَنِ ابْنِ جَابَانَ عَنِ ابْنِ الْمُقَفَّعِ ، قَالَ : كَانَ مَلِكُ الْفُرْسِ اِذَا اَمَرَ بِاَمْرٍ وَقَّعَهُ صَاحِبُ التَّوْقِيْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَهُ خَادِمٌ يُثْبِتُ ذِكْرَهُ عِنْدَهُ فِىْ تَذْكِرَةٍ تَجْمَعُ لِكُلِّ شَهْرٍ - فَيَخْتِمُ عَلَيْهَا الْمَلِكُ خَاتَمَهُ وَ تُخْزَنُ ، ثُمَّ يُنَفِّذُ التَّوْقِيْعُ اِلَى صَاحِبِ الزِّمَامِ وَاِلَيْهِ الْخَتْمُ ، فَيُنَفِّذُهُ اِلَى صَاحِبِ الْعَمَلِ فَيَكْتُبُ بِهِ كِتَابًا مِّنَ الْمَلِكِ ، وَ يَنْسَخُ فِى الْاَصْلِ ، ثُمَّ يُنَفِّذُ اِلَى صَاحِبِ الزِّمَامِ ، فَيَعْرِضُهُ عَلَى الْمَلِكِ ، فَيُقَابِلُ بِهِ مَا فِى التَّذْكِرَةِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ بِحَضْرَةِ الْمَلِكِ اَوْ اَوْثَقِ النَّاسِ عِنْدَهُ ☆

শব্দার্থ ঃ- مَلِكُ الْفُرْسِ পারস্য সম্রাট, اِذَااَمَرَ যখন নির্দেশ দিতেন, وَقَّعَهُ তাতে স্বাক্ষর করতেন, صَاحِبُ التَّوْقِيْعِ স্বাক্ষর আধিকারিক, بَيْنَ يَدَيْهِ তার সম্মুখে, خَادِمٌ সহায়ক/চাকরী জীবি, يُثْبِتُ সংরক্ষণ করত, ذِكْرَهُ তার স্মরণ, فِىْ تَذْكِرَةٍ একটি স্মারকে, تَجْمَعُ সে পুঞ্জীভূত করত, لِكُلِّ شَهْرٍ প্রত্যেক মাসের জন্য, فَيَخْتِمُ অতঃপর সীল লাগাতেন, تُخْزَنُ সংরক্ষন করা হত, فَيُنَفِّذُهُ তারপর তাকে পাঠানো হত, صَاحِبِ الْعَمَلِ কর্মাধ্যক্ষ, فَيَكْتُبُ তিনি লিখতেন, كِتَابًا مِّنَ الْمَلِكِ সম্রাটের পক্ষহতে আসাপত্র, يَنْسَخُ প্রতিলিপি তৈরি করতেন, فِى الْاَصْلِ মূলে,

صَاحِبِ الزِّمَامِ তত্ত্বাবধান করী, يَعْرِضُهُ তিনি সেটিকে পেশ করতেন, يُقَابِلُ بِهِ তিনি সেটিকে মিলিয়ে/সামনা সামনি করে দেখতেন, بِحَضْرَةِ الْمَلِكِ সম্রাটের উপস্থিতিতে, اَوْثَقِ النَّاسِ বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

অনুবাদঃ- মুফাজ্জাল আল্ ইয়াশকুরী এবং আবুল হাসান আল্ মাদায়েনী আমার কাছে এবনে জাবাল হতে, তিনি এবনুল মুকাফফা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন যে, পারস্য সম্রাট যখন কোন বিষয়ের নির্দেশ দিতেন, তার সম্মুখে স্বাক্ষরকারী ঐ নির্দেশ পত্রে স্বাক্ষর করে দিত এবং তার একটি পরিসেবক ছিল, যে তার নিজের কাছে একটি স্মারকের মধ্যে তার রেকর্ড সংরক্ষণ করত। ঐ স্মারক একমাস ধরে সঞ্চয় করত। অতঃপর সম্রাট ঐ স্মারকের উপর সীলমোহর লাগিয়ে দিতেন এবং তা সংরক্ষণ করা হত। তারপর ঐ স্বাক্ষরটি তত্ত্বাবধান আধিকারীকের নিকট পাঠানো হত এবং তার কাছে সীলমোহর থাকত। অত ঃপর তিনি সীলটি কর্মাধ্যক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তার সাহায্যে সম্রাটের পক্ষ হতে একটি পত্র লিপিবদ্ধ করতেন এবং তার অনুলিপি মূলে করতেন। অতঃপর তা তত্ত্বাবধান আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করতেন, তারপরে তিনি সম্রাটের নিকট তা উপস্থাপন করতেন, অতঃপর সম্রাট তা ঐ স্মারকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। অতঃপর সম্রাটের উপস্থিতিতে অথবা সম্রাটের বিশ্বস্ত লোকের উপস্থিতিতে তার উপরে সীলমোহর লাগানো হত।

حَدَّثَنِى الْمَدَائِنِىُّ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُحَارِبٍ ، قَالَ : كَانَ زِيَادُ ابْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْعَرَبِ دِيْوَانَ زِمَامٍ وَ خَاتَمٍ اِمْتِثَالاً لِمَا كَانَتِ الْفُرْسُ تَفْعَلُهُ ☆

শব্দার্থ ঃ- اَوَّلَ প্রথম ব্যক্তি, مَنِ اتَّخَذَ তৈরি করেছিলেন, دِيْوَانَ রেজিস্ট্রার

খাতা/রেকর্ড বুক, زِمَامٌ নির্দেশ নামা/ তত্ত্বাবধান, خَاتَمٌ সীলমোহর, اِمْتِثَالًا অনুকরণ/পালন, الْفُرْسُ পারস্য, تَفْعَلُهُ করত।

অনুবাদঃ- আমাকে আল্ মাদায়েনী, মাস্‌লামাহ বিন মুহারীব হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, যিয়াদ বিন আবু সুফ্‌ইয়ান আরবদের মধ্য হতে পারস্য রীতির অনুকরণে সর্ব প্রথম তত্ত্বাবধান ও সীলমোহর দপ্তর প্রস্তুত করেছিলেন।

حَدَّثَنِى مُفَضَّلُ الْيَشْكُرِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى اِبْنُ جَابَانَ عَنِ ابْنِ الْمُقَفَّعِ، قَالَ: كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ فَارِسٍ خَاتَمٌ لِلسِّرِّ، وَخَاتَمٌ لِلرُّسُلِ، وَخَاتَمٌ لِلتَّخْلِيْدِ يُخْتَمُ بِهِ السِّجِلَّاتُ وَالْاَقْطَاعَاتُ وَمَا اَشْبَهَ ذَالِكَ مِنْ كُتُبِ التَّشْرِيْفِ، وَخَاتَمٌ لِلْخِرَاجِ- فَكَانَ صَاحِبُ الزِّمَامِ يَلِيْهَا- وَرُبَّمَا اَفْرَدَ بِخَاتَمِ السِّرِّ وَالرَّسَائِلِ رَجُلٌ مِنْ خَاصَّةِ الْمَلِكِ ☆

শব্দার্থ ঃ- مُلُوْكٍ সম্রাটগণ, خَاتَمٌ لِلسِّرِّ গোপনসীল, خَاتَمٌ لِلرُّسُلِ দূতের সীল, خَاتَمٌ لِلتَّخْلِيْدِ চিরস্থায়ী করণের সীল, يُخْتَمُ بِهِ যার দ্বারা সীল দেওয়া হত, السِّجِلَّاتُ নথিপত্র সমূহ, الاقطاعات জমিদার/সামন্তরাজ্য, وَمَا اَشْبَهَ ذَالِكَ উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট, كُتُبِ التَّشْرِيْفِ সম্মানীয় পত্রাদি, خَاتَمٌ لِلْخِرَاجِ রাজস্ব বিষয়ক সীল, صَاحِبُ الزِّمَامِ তত্ত্বাবধায়ক, رُبَّمَا اَفْرَدَ বেশিরভাগ সময়ে একক ভাবে দায়িত্ব পালন করত, بِخَاتَمِ السِّرِّ وَالرَّسَائِلِ গোপন ও পত্র সংক্রান্ত সীল,

مِنْ خَاصَّةِ الْمَلِكِ সম্রাটের বিশেষ লোক।

অনুবাদঃ- আমার কাছে মুফাজ্জাল আল্ ইয়াশকুরী বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমাকে ইবনে জাবান, মোকাফফা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, পারস্য সম্রাটগণের মধ্য হতে সম্রাটের জন্য থাকত একটি গোপন বিষয়ের সীলমোহর এবং একটি দূতদের জন্য সীলমোহর এবং একটি স্থায়ীকরণের জন্য সীলমোহর ছিল, যা দ্বারা তিনি বিভিন্ন রেজিষ্ট্রার, বিভিন্ন জমি জমার এবং এই জাতীয় সম্ভ্রান্ত পত্রাদির উপর মোহর লাগানো হত। এবং আর একটি ছিল ভূ-রাজস্বের জন্য সীলমোহর। তত্ত্বাবধান আধিকারিক এই সব সীলমোহরের দায়িত্ব পালন করতেন এবং অনেক সময় সম্রাটের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গোপনীয়তার এবং পত্রাদি সীলমোহরের জন্য একক দায়িত্বশীল করা হত।

حَدَّثَنِىْ اَبُو الْحَسَنِ الْمَدَائِنِىُّ عَنِ ابْنِ جَابَانَ عَنِ ابْنِ الْمُقَفَّعِ ، قَالَ : كَانَتِ الرَّسَائِلُ بِحَمْلِ الْمَالِ تُقْرَأُ عَلَى الْمَلِكِ، وَهِىَ يَوْمَئِذٍ تُكْتَبُ فِىْ صُحُفٍ بِيْضٍ ، وَكَانَ صَاحِبُ الْخِرَاجِ يَأْتِى الْمَلِكَ كُلَّ سَنَةٍ بِصُحُفٍ مُوْصَلَةٍ قَدْ اُثْبِتَ فِيْهَا مَبْلَغُ مَا اجْتَبٰى مِنَ الْخِرَاجِ ، وَمَا اَنْفَقَ فِىْ وُجُوْهِ النَّفَقَاتِ ، وَمَا حَصَلَ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَيَخْتِمُهَا وَ يَجْرِيْهَا ـ فَلَمَّا كَانَ كِسْرٰى بْنُ هُرْمُزَ اَبَرْوِيْزَ تَاَدّٰى بِرَوَائِحِ تِلْكَ الصُّحُفِ ، وَاَمَرَ اَنْ لَّا يُرْفَعَ اِلَيْهِ صَاحِبُ دِيْوَانِ خِرَاجِهِ مَا يُرْفَعُ اِلَّا فِىْ صُحُفٍ مُصَفَّرَةٍ بِالزَّعْفَرَانِ وَمَاءِ الْوَرْدِ ، وَاَنْ لَّا تُكْتَبَ الصُّحُفُ الَّتِىْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ بِحَمْلِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَالِكَ اِلَّا مُصَفَّرَةً ـ فَفُعِلَ ذَالِكَ ـ

শব্দার্থ ঃ- الرَّسَائِلُ চিঠি পত্রগুলি, بِحَمْلِ الْمَالِ সম্পদ আমদানি করা, تُقْرَأُ পাঠ করা হত, كُلَّ سَنَةٍ প্রত্যেক বছর, فِيْ صُحُفٍ بِيْضٍ সাদা রঙের পুস্তিকার মধ্যে, صُحُفٍ مُوْصَلَةٍ প্রাপ্ত/প্রেরিত পুস্তিকা, قَدْ أُثْبِتَ তিনি নিবন্ধিত করতেন, مَبْلَغُ টাকার পরিমাণ, اجْتَبَى। مَا না তিনি সংগ্রহ করতেন, مَا أَنْفَقَ যা তিনি খরচ করতেন, وُجُوْهِ বিভিন্নমুখী, نَفَقَاتِ খরচ/ব্যয়, مَا حَصَلَ যা অর্জন হত, فِيْ بَيْتِ الْمَالِ রাজকোষ, يَجْرِيْهَا তাকে চালু করতেন, كِسْرٰى প্রাচীন পারস্য সম্রাটের উপাধি, تَأَذّٰى কষ্ট পেলেন, بِرَوَائِحِ ঘ্রাণের দ্বারা, لَا يَرْفَعَ إِلَيْهِ তার নিকটে উত্থাপন না করে, مُصَفَّرَةٍ হলুদ বর্ণিত, مَاءِ الْوَرْدِ গোলাপ জল, الَّتِيْ تُعْرَضُ যা উপস্থাপিত হয়, فَفُعِلَ ذَالِكَ সুতরাং তাই করা হত।

অনুবাদঃ- আবু হাসান আল্ মাদায়েনী ইবনে জাবান হতে, তিনি ইবনুল মোকাফ্ফা হতে আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, অর্থ আমদানি সংক্রান্ত পত্রগুলি সম্রাটের সামনে পাঠ করা হত এবং তা তদানীন্তন কালে সাদা কাগজের উপর লেখা হত এবং প্রতি বছর রাজস্ব আধিকারিক প্রাপ্ত পত্রগুকি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করত। তার মধ্যে নিবদ্ধ থাকত যে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকারের খরচাদি বাবদ যা তিনি ব্যয় করেছেন এবং যে সমস্ত অর্থ রাজকোষে সংগৃহীত হয়েছে। অতঃপর সম্রাট তাতে সীলমোহর লাগিয়ে চালনা করে দিতেন। অতঃপর যখন পারস্য সম্রাট হরমুজের পুত্র পারভেজ ঐসব পত্রের দুর্গন্ধ হতে কষ্ট পেল, তখন সে নির্দেশ দিল যে, রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক যেন উপস্থাপন যোগ্য বিষয়গুলিকে গোলাব জল ও জাফরানের হরিৎ বর্ণের রঞ্জন ছাড়া যেন তার নিকট উপস্থিত না করেন এবং অর্থ আমাদানি ও এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের জন্য পত্রাদি লিখে তার সামনে যেন উত্থাপন করা হয়। হলুদ রঞ্জন ব্যতীত। সুতরাং তারপর তেমনিই করা হল।

فَلَمَّا وَلَّى صَالِحُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ خِرَاجَ الْعِرَاقِ تَقَبَّلَ مِنْهُ ابْنُ الْمُقَفَّعِ بِكُوْرِ دَجْلَةَ ، وَ يُقَالُ بِا لْبِهُقُبَاذِ - فَحَمَلَ مَالًا، فَكَتَبَ رِسَالَةً فِىْ جِلْدٍ وَصَفَّرَهَا - فَضَحِكَ صَالِحٌ، وَقَالَ : اَنْكَرْتُ اَنْ يَّأْتِىَ بِهَا غَيْرُهُ، يَقُوْلُ لِعِلْمِهِ بِاُمُوْرِ الْعَجَمِ - قَالَ اَبُوالْحَسَنِ : وَاَخْبَرَنِىْ مَشَائِخُ مِنَ الْكُتَّابِ اَنَّ دَوَاوِيْنَ الشَّامِ اِنَّمَا كَانَتْ فِىْ قَرَاطِيْسَ ، وَكَذَالِكَ الْكُتُبُ اِلٰى مُلُوْكِ بَنِىْ اُمَيَّةَ فِىْ حَمْلِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَالِكَ - فَلَمَّا وَلِّىَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمَنْصُوْرُ اَمَرَ وَزِيْرَهُ اَبَا اَيُّوْبَ الْمُوْرِيَانِىَّ اَنْ يَّكْتُبَ الرَّسَائِلَ بِحَمْلِ الْاَمْوَالِ فِىْ صُحُفٍ، وَاَنْ تُصَفَّرَ الصُّحُفُ - فَجَرَى الْاَمْرُ عَلٰى ذَالِكَ ☆

শব্দার্থ ঃ- فَلَمَّا وَلَّى যখন শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, تَقَبَّلَ অঞ্চল সমূহ, তিনি গ্রহণ করলেন, فِىْ جِلْدٍ চামড়ায় , صَفَّرَهَا তিনি সেটিকে হলুদ রঙ করতেন, اَنْكَرْتُ আমি অপছন্দ করি, غَيْرُهُ তা ভিন্ন অন্য কিছুকে, ضَحِكَ তিনি হাসলেন, لِعِلْمِهِ তার জানার কারণে, بِاُمُوْرِ الْعَجَمِ অনারব রীতি সম্পর্কে, اَخْبَرَنِىْ আমাকে সংবাদ প্রদান করেছে, مَشَائِخُ الْكُتَّابِ প্রবীণ লিপিকারগণ, دَوَاوِيْنَ নিবন্ধক পুস্তকগুলি, فِىْ قَرَاطِيْسَ খাতা সমূহ, وَزِيْرَ মন্ত্রি فَجَرَى الْاَمْرُ নির্দেশটি প্রচলিত হয়েছিল।

অনুবাদঃ- অতঃপর সালেহ বিন আব্দুর রহমান যখন ইরাকের রাজস্বের দায়িত্ব

পেলেন, ইবনুল মোকাযফা তার থেকে দাজলার উপকূল ভূমি গ্রহণ করলেন, যা "বিহকুবাজ" নামে অভিহিত। অতঃপর তিনি অর্থ আমদানি করলেন এবং চামড়া, হরিৎ রঞ্জন করে তাতে তিনি পত্র লিখলেন। অতঃপর হেসে বলল- এই পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন ভাবে পত্র আগমনের প্রতি আমি বিরক্ত। অনারব কার্যাদি সম্পর্কে তার পূর্ব জ্ঞান থাকার কারণে, তিনি এমন কথা বলেছেন। আবুল হাসান বললেন যে, আমাকে কিছু প্রবীণ লিপিকর সংবাদ দিয়েছেন যে, সিরিয়ার নিবন্ধ বহিগুলি (সরল) কাগজের হত। এবং অর্থ আমদানি ও ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বনু উমাইয়া রাজাগণের নিকট আগত পত্রগুলি ঐ রকম (সরল অরঞ্জিত কাগজের) হত। অতঃপর যখন আমীরুল মোমেনীন মানসূর শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি তার মন্ত্রি আবু আইয়ূব আল মুরইয়ানীকে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি অর্থ আমদানি সংক্রান্ত পত্রগুলি কাগজে লিখে ঐ কাগজ হলুদ বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। সুতরাং ঐ নিয়মের রীতির প্রচলন ঘটল।

Explain the following with reference to the context: 10

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُوْلُ اَبَا الْحَسَنِ ؟ قَالَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! رَجُلٌ كَذَبَ كِذْبَةً عُقُوْبَتُهُ فِىْ بَشَرِهِ ـ فَضَرَبَهُ عُمَرُ ضَرْباً شَدِيْدًا ـ

Explain:

আলোচ্য উক্তিটি সাহিত্যিক احمد بن يحى البلاذرى (আহমাদ বিন ইয়াহিয়া আল্ বালাজুরী) রচিত "فتوح البلدان" গ্রন্থের অন্তর্গত "امر الخاتم" নামক অনুচ্ছেদ হতে গৃহীত হয়েছে।

হজরত ওমর (রাঃ) মা'আান বিন জায়েদার শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিৎ সেই বিষয়ে হজরত আলী (রাঃ) এর মতামত জানতে চাইলে, হজরত আলী (রাঃ) উক্ত কথাগুলি বলেছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, মা'আান বিন জায়েদা নামক এক ব্যক্তি খেলাফতের আংটি নকল করে কুফার রাজস্ব আদায় করেছিল, হজরত ওমর (রাঃ) এর কাছে তার খবর পৌছালে, তিনি কুফার শাসনকর্তার নিকট পত্র সহ একজন দূত পাঠিয়ে তাকে গ্রেফতার

করার ব্যবস্থা করে ছিলেন এবং তাকে বন্দী করতে বলেছিলেন। কুফার শাসনকর্তা তাকে বন্দী করলে, সে হজরত ওমরের উদ্দেশ্যে রাত্রে জেল হতে বেরিয়ে পড়েছিল। হজরত ওমর (রাঃ) যখন ফজরের নামাজের জন্য সকলকে জাগাচ্ছিলেন, তখন সে হজরত ওমরের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে, নামাজ শেষে হজরত ওমর (রাঃ) মুসুল্লীদের সম্মুখে মা'আান বিন জায়েদাকে উপস্থিত করে, তার শাস্তি সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলেন। সে সময় এক কাজী বলে ছিলেন তার হাত কেটে দেওয়া হোক, একজন বলেছিলেন তাকে শূলে দেওয়া হোক, সর্ব শেষে হজরত ওমর (রাঃ) হজরত আলী রাঃ এর মতামত জানতে চাইলে, তিনি বলেছিলেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তার শাস্তি হচ্ছে তার গায়ে বেত্রাঘাত করা। তার এই মতামত গ্রহণ করে হজরত ওমর (রাঃ) মা'আান বিন জায়েদাকে প্রচুর বেত্রাঘাত করেছিলেন। অবশেষে মা'আান বিন জায়েদাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলাযায় যে, হজরত আলী (রাঃ) মা'আান বিন জায়েদার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তা আজ পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রে বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রে বিধান রূপে গৃহীত হয়েছে। এই শাস্তির অর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উপর এক ইসলামী বিধান বলে গণ্য হয়েছে।

The End